দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 MAY 1989
পৃষ্ঠা 1 2

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক আবদুস সালাম গতকাল পরিবেশ অধ্যয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন—পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রেসিডেন্ট এরশাদ

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট উদ্বোধনকালে এরশাদ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ গবেষণার আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট (আইডিএম) উদ্বোধনকালে বলিয়াছেন, উপর্যুপরি বন্যা, খরা, টর্ণেডো ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসের পরিণাম কিনা, এখন তাহাই অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে।

(শেষ পৃ:৩-এর ক: দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

মীরপুরের দারুস সালামে সরকার প্রদত্ত তিন একর জমির উপর ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর গতকাল দুপুরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রেসিডেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকমণ্ডলীর প্রথম সদস্য প্রফেসর আবদুস সালাম উভয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর সালাম এ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক দিক দিয়া গৃহীত সাম্প্রতিককালের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে অভিনন্দন জানান এবং এ প্রতিষ্ঠানের জন্য দেশ-

মেধা ও সম্পদ দিয়া উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জয় করুন

প্রফেসর সালাম

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম গতকাল (বৃহস্পতিবার) মৌল বিজ্ঞান ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাধনায় আরও মেধা ও সম্পদ নিয়োগের জন্য দুর্যোগপীড়িত বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে আমার আগ্রহ অপরিসীম।

পাকিস্তানের বেনজীর ভুট্টো, ভারতের রাজীব গান্ধী, শ্রীলঙ্কার

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ

বাসস জানায়, বাংলাদেশে শিল্প উন্নয়নে প্রযুক্তি পরিকল্পনা-শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী ফোরাম গতকাল (বৃহস্পতিবার) সমাপ্ত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক

(শেষ পৃঃ ১-এর ক: দ্রঃ)

প্রযুক্তির উন্নয়ন

(১ম পৃঃ পর)

মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম। বক্তৃতা করেন নবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম, এসকাপের নির্বাহী সচিব এস, এ, এম, এস কিবরিয়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব আহমেদ ফরিদ।

ফোরামে বাংলাদেশে প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যাবলী, সুবিধাদি ও সম্ভাব্য কৌশলরাজি নিয়া ব্যাপক আলোচনা হয়।

শেখ শহীদ বলেন, উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ব্যবহারের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছে।

অধ্যাপক সালাম তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অগ্রগতি সাধনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, এক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের একান্ত প্রয়োজন।

জনাব কিবরিয়া শিল্প উন্নয়নে প্রযুক্তি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রয়াসের প্রতি এসকাপের অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

19 MAY 1989
1 2

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রফেসার সালাম

(১ম পৃঃ পর)

প্রেমদাস, নেপালের রাজা বীরেন্দ্রের সহিত এই বিষয়ে তাঁহার আলোচনার উল্লেখ করিয়া প্রফেসর সালাম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদকে বলেন, আমাকে কথা দিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাধনায় জাতীয় আয়ের কত শতাংশ বরাদ্দ করিবেন।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হলমঞ্চে গতকাল স্মরণীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান সাধনার একালের পুরোধা বিজ্ঞানীকে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং মঞ্চে উঠিতে ও নামিতে সাহায্য করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে বক্তব্যের মাঝে বিজ্ঞানী একান্তভাবে প্রেসিডেন্টের সহিত কথা বলেন। দেশে দেশে চারণের মত পরিভ্রমণরত বিজ্ঞানীকে 'স্যার' সম্বোধন করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁহার দাবীতে সাড়া দেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ১ দশমিক ১ শতাংশ—বৎসরে প্রায় সাড়ে ৩ শত কোটি টাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে ব্যয় করার অঙ্গীকার করেন। ইতিপূর্বে জাতীয় আয়ের হাজার ভাগের ২ ভাগ—মাত্র ৬০/৭০ কোটি টাকা এ খাতে ব্যয় হইত। পাকিস্তানে বরাদ্দ দশমিক ১৭ হইতে শতকরা ১ ভাগে বৃদ্ধি পাইবে। প্রফেসর সালামের এ উক্তির জবাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, আমরা পাকিস্তানের চাইতে বেশী ব্যয় করিতাম। আমরা এখন ১ দশমিক ১ ভাগ জাতীয় আয় এখাতে বরাদ্দ করিব।

৬৩ বৎসর বয়স্ক প্রফেসর সালাম পায়ের ব্যাথায় চলিতে ফিরিতে কিছুটা আড়ষ্ট। গতকাল তিনি আসনে বসিয়াই ৪০ মিনিটকাল ভাষণ দেন। তিনি অর্থনীতিবিদদের প্রজ্ঞা রহিত স্বল্প দৃষ্টির পেশাদার বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং বলেন, অর্থনীতিবিদরা একমত না হইলেও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাদৃষ্টে বাংলাদেশের উচিত মৌলবিজ্ঞান ও নির্বাচিত উচ্চ প্রযুক্তির বৃত্তে পা দেওয়া।

প্রফেসর সালাম মূল বিজ্ঞানরহিত প্রযুক্তি চর্চা পরিহার করার আহ্বান জানান। তিনি বিজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের খাতে মেধা ও সম্পদ বৃদ্ধি এবং সমকালীন বিজ্ঞানকে জয় করিয়া বিজ্ঞানে মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানব জাতির মাত্র সিকি ভাগ—১১০ কোটি মানুষ উন্নত, তাহারা বিশ্বের ৪০ ভাগ ভূ-ভাগ ও ৮০ ভাগ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করে। প্রফেসর সালাম বস্তু উপাদানের নববিজ্ঞান, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, মাইক্রো চিপস, মহাকাশ ও যোগাযোগ বিজ্ঞান, জৈব প্রযুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কোরিয়ার ঐশ্বর্যের ভিত হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বলেন, এসকল প্রযুক্তি অনায়ত্ত বলিয়াই দরিদ্র বিশ্ব এমন সম্পদহীন।

প্রফেসর সালাম বিজ্ঞান কর্মীর সংখ্যার স্বল্পতা ও সামান্য বরাদ্দকে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশের পশ্চাৎপদতার কারণ বলিয়া সনাক্ত করেন। তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্ব গড়পড়তায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ দশমিক ৬ ভাগ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করে। এ হার উন্নত বিশ্বের সমান। অথচ শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, বিজ্ঞানে উন্নত দেশ যখন জাতীয় আয়ের শতকরা ৫, ৪ ও আড়াইভাগ ব্যয় করে তখন অনুন্নত বিশ্ব এসব খাতে ৩ ভাগ, ১ ভাগ ও দশমিক ২ ভাগ বরাদ্দ করে।

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে ভারতে নেহেরুর, চীনে চৌএনলাই ও সোভিয়েট ইউনিয়নে লেনিনের নেতৃত্বকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন। শ্রোতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআনের এক-অষ্টমাংশ জুড়িয়া আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাণী। এই ঐশী প্রেরণায় ইবনে সিনার আমল হইতে গড়িয়া উঠা ঐতিহ্যকে নবযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানে নবায়িত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের উপেক্ষায় এসব দেশের বিজ্ঞানীরা উদ্দীপনহারা। তথাপি তাঁহাদিগকে কালক্ষেপণ না করিয়া উন্নয়ন চাহিদা ও সময়ের সুযোগ লইয়া নব নব কীর্তি সৃষ্টি করিতে হইবে।

বিকালে কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা কাউন্সিল প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমীর ফাউণ্ডেশন ট্রাষ্ট উদ্বোধনকালে প্রফেসর সালাম তৃতীয় বিশ্ব বিজ্ঞান একাডেমী হইতে এ ট্রাষ্টকে যথাসম্ভব সহায়তা দানের আশ্বাস দেন। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও গবেষকদের এ সমাবেশে প্রফেসর সালাম নিজেকে "বাংলাদেশের অংশ" বলিয়া উল্লেখ করেন।

গতকাল অপরাহ্নে শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি পরিকল্পনা ফোরামের সমাপ্তি অধিবেশনেও প্রফেসর সালাম বক্তব্য রাখেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের উপর জোর দিয়া বলেন, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যই তৃতীয় বিশ্বে বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করা উচিত। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ও এসকাপের এস এ এম এস কিবরিয়াও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর সালাম গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশকে সাহায্যদাতা দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতবর্গ এবং সাহায্য সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত এক বৈঠকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট গড়িয়া তোলা এবং বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে উদার সহায়তা দানের আহ্বান জানান।

রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহিত আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানশেষে প্রফেসর সালাম ভোজসভায় অংশ নেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টামণ্ডলীও এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

উপমহাদেশে বিভিন্ন দেশ সফরশেষে ঢাকায় আগত প্রফেসর সালাম গতকাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে অংশ নেন। আজ সকালে এ বৈঠকে অংশগ্রহণ শেষে পূর্বাহ্ন ১১টায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করিবেন।